بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ অনুগত প্রাণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্যময় জীবনচরিতে সর্বাবস্থায় সত্যের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জের এক ঈমানদীপ্ত আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১'লা মে, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতে সর্বাবস্থায় তাঁর সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকার এবং এ বিষয়ে বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদানের কতিপয় ঘটনা আজ উপস্থাপন করব। এই ঘটনাবলি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনলেখ্যে সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সত্যপ্রকাশে অকুতোভয় সাহসিকতা এবং প্রকাশ্য ময়দানে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার এক অনন্য ও প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যখন মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরি ও মিথ্যার ন্যায় জঘন্য ও গুরুতর অপবাদ আরোপ করল, তখন তিনি কেবল আত্মপক্ষ সমর্থনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও গাম্ভীর্যের সাথে এক মীমাংসাকারী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আমার সমগ্র জীবন এর সাক্ষী যে, আমি কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। কেবল সাধারণ অবস্থায় নয়, বরং সঙ্কটজনক মুহূর্তেও নয় যখন নিজের প্রাণ, মান-সম্মান এবং সম্পদ রক্ষার্থে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছিল আপাতদৃষ্টিতে সহজতম পথ।

আদালতের সেই রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে, যেখানে আইনজীবীরা স্পষ্টভাবে বলেছিল মামলা জয়ের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য, সেখানেও তিনি সত্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন; জাগতিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছেন, তবুও সত্যের পথ পরিহার করেননি। অতঃপর তিনি (আ.) দীপ্ত কণ্ঠে বিরুদ্ধবাদীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, যদি তুমি স্বীয় দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে কেবল অপবাদ আরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকো না; বরং অকাট্য ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থাপন করো। কারণ, একজন প্রকৃত সত্যবাদী ও খোদাভীরু মানুষ কখনোই বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কারো ওপর কুফরের অভিযোগ আনে না। এটি কেবল নিছক আত্মপক্ষ সমর্থন ছিল না, বরং এমন এক উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ড স্থাপন ছিল-যেখানে বিরুদ্ধবাদী নিজেই আসামির কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি (আ.) বিষয়টিকে আরও

উচ্চতর স্তরে নিয়ে গিয়ে এক চূড়ান্ত ও নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন যে, এসো, আমাদের উভয়কে সেই মানদণ্ডে যাচাই করা হোক, কাকে স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআন সত্যের নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছে? অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সত্যবাদিতা (অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন ও ইলহামের সত্যতা)।

তিনি (আ.) প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, একটি সভা নির্ধারিত হোক, উভয় পক্ষ নিজ নিজ প্রমাণাদি পেশ করুক। যার সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে, অপর পক্ষকে তৎক্ষণাৎ 'কাযযাব' (চরম মিথ্যাবাদী), দাজ্জাল ও প্রবঞ্চক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানেই তাঁর (আ.) শৌর্য ও সাহসিকতা চরম শিখরে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি (আ.) ঘোষণা করেছিলেন, যদি এই পরীক্ষায় আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হই, তবে আমি স্বেচ্ছায় নিজের ওপর আরোপিত সকল অপবাদ গ্রহণ করে নেব; তা কুফর হোক, দজল হোক কিংবা প্রবঞ্চনা। কিন্তু খোদাতা'লা যদি আমার সত্যতাকে উন্মোচিত করে দেন, তবে তোমাদের কি সেই সাহস আছে যে তোমরা নিজেদের ওপর এই একই অপবাদসমূহ গ্রহণ করবে? এগুলো কেবল মৌখিক আস্ফালন ছিল না, বরং এটি ছিল এমন এক উন্মুক্ত, নিরপেক্ষ এবং দ্ব্যর্থহীন চ্যালেঞ্জ-যাতে সত্যের প্রতি প্রগাঢ় ও অবিচল বিশ্বাস প্রতিভাত হচ্ছিল।

পরিশেষে তিনি (আ.) অত্যন্ত প্রত্যয় ও গাম্ভীর্যের সাথে ঘোষণা করলেন যে, খোদাতা'লা স্বয়ং ফয়সালা করবেন এবং সেই সময় আসন্ন, যখন প্রত্যেক অপবাদকারীর স্বরূপ উন্মোচিত হবে। যারা অন্যকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়, তারা নিজেরাই লাঞ্ছনার প্রতীকে পরিণত হয়। যদি তোমরা সত্যান্বেষী হয়ে আমার জীবন-ইতিবৃত্তের ওপর দৃষ্টিপাত করো, তবে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে তোমাদের নিকট এই সত্য প্রতিভাত হবে যে, খোদাতা'লা আমাকে সর্বদা মিথ্যার কলুষতা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। এমনকি বহুবার ব্রিটিশ আদালতগুলোতে আমার প্রাণ ও মান-সম্মান এমন সংকটাপন্ন হয়েছিল যে, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ব্যতিরেকে কোনো আইনজীবীই আমাকে অন্য কোনো সৎপরামর্শ দিতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর তৌফিকে আমি সত্যের খাতিরে আমার প্রাণ ও সম্মান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি। অহরহ নানাবিধ আর্থিক মামলায় আমি সত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। কেবল খোদাতা'লার ভয়ে আমি নিজ পিতা ও ভ্রাতার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছি, তবুও সত্যকে হাতছাড়া করিনি। কে প্রমাণ করতে পারবে যে আমার মুখনিঃসৃত কোনো কথা মিথ্যা ছিল?

অতঃপর, আমি যখন স্রষ্টার সন্তুষ্টির নিমিত্তে মানুষের সাথে মিথ্যা বলা শুরু থেকেই বর্জন করেছি এবং বারবার নিজ প্রাণ ও সম্পদকে সত্যের তরে উৎসর্গ করেছি; তবে আমি কেন খোদার ওপর মিথ্যা আরোপ করব?

হুযূর (আ.) বলেন, আরেকটি বিশেষ অবস্থাও সত্যবাদীদের জন্য অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। আর তা হলো, কখনো মানুষ এমন ঘোর সংকটে নিপতিত হয় যে, মিথ্যা বলা ব্যতীত মুক্তি পাওয়ার আর কোনো উপায় তার দৃষ্টিগোচর হয় না। ঠিক তখনই এটি পরখ করা হয় যে, তার স্বভাবজাত চরিত্রে সত্যের আদর্শ বিদ্যমান নাকি মিথ্যার কলুষতা। তিনি (আ.) এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবন-ইতিবৃত্ত থেকে তিনটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন:

১. মির্যা আযম বেগ লাহোরী সাহেবের প্রচেষ্টায় দায়েরকৃত স্বত্বাধিকার বিষয়ক মামলা।

২. ঐতিহাসিক ডাকঘর সংক্রান্ত মামলা।

৩. তৃতীয় ঘটনাটি ছিল হুযূর (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মির্যা সুলতান আহ্মদ সাহেবের পক্ষ থেকে এক হিন্দু ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা। সাহেবজাদা সাহেব সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ এনেছিলেন যে, সে হুযূর (আ.) এবং তাঁর পরিবারের জমিতে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করেছে; ফলে তিনি সেটি ভেঙে ফেলার দাবি জানান। কিন্তু মামলার আরজিতে একটি তথ্য বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী ছিল। এমতাবস্থায় বিরুদ্ধবাদীরা হুযূর (আ.)-এর নাম সাক্ষীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয় এবং বলে, মির্যা সাহেব যা সাক্ষ্য দেবেন, আমরা তা-ই মেনে নেব। এই প্রেক্ষাপটে হুযূর (আ.) বলেন, আমি নিজ হাতে সেই

মামলাটি কেবল সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার খাতিরে নিজেই বিফল করে দিয়েছিলাম; আমি জাগতিক স্বার্থের উর্ধ্বে সত্যকে স্থান দিয়েছি এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতিকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছি।

অতঃপর তিনি (আ.) মৌলবি সাহেবকে সম্বোধন করে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন, হে হযরত শেখ সাহেব! যদি আপনার জীবনেও এই পর্যায়ের কোনো অগ্নিপরীক্ষার দৃষ্টান্ত থেকে থাকে-যেখানে সত্য কথা বললে আপনার প্রাণ, মান-সম্মান কিংবা সম্পদ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, অথচ আপনি সত্য বিসর্জন দেননি এবং নিজের জান-মালের কোনো তোয়াক্কা করেননি; তবে আল্লাহ্‌র দোহাই, পূর্ণ প্রমাণসহ সেই ঘটনাটি জনসমক্ষে পেশ করুন। অন্যথায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ মোল্লা ও মৌলবিদের দ্বীনদারী কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কেননা, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শেষ জামানার মৌলবিদের সৃষ্টির অধম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি আপনাদের শ্রদ্ধেয় মুজাদ্দিদ নবাব সিদ্দিক হাসান খান মরহুমও তাঁর 'হুজাজুল কিরামাহ' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান সময়টিই হলো সেই আখেরী জামানা বা শেষ যুগ। সুতরাং, এই পর্যায়ের মৌলবিদের পরহেযগারী ও তাকওয়া কোনো অকাট্য প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা মানেই হলো খোদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র বাণীর অবমাননা করা। অতএব, আপনি আপনার জীবনের কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করুন। আর যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে এটিই প্রমাণিত হবে যে, আপনার কাছে সত্যবাদিতার কেবল মৌখিক দাবিই আছে। আর প্রমাণহীন কোনো দাবিই গ্রহণের যোগ্য নয়। আপনার অন্তরের গূঢ় অবস্থা খোদাতা'লাই ভালো জানেন যে, আপনি কখনো মিথ্যা ও অপবাদের কলুষতায় লিপ্ত হয়েছেন কি না। আমার তো জানা নেই। অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে অথবা যারা আপনার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অবগত তারা তা জানে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে সত্যবাদী প্রমাণিত হয় এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তার সত্যনিষ্ঠার ওপর খোদায়ী মোহর অঙ্কিত হয়ে যায়। আপনার কাছে যদি সত্যের সেই মোহর বা সনদ থেকে থাকে তবে তা প্রদর্শন করুন; অন্যথায় খোদাতা'লাকে ভয় করুন, পাছে তিনি আপনার গোপন সত্য উন্মোচিত করে আপনাকে জনসমক্ষে লজ্জিত করেন।

অতঃপর হুযূর আনোয়ার (আই.) উল্লেখ করেন, হযরত সাহেবজাদা মির্যা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব যখন জানতে পারলেন যে, বিবাদী পক্ষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সাক্ষী হিসেবে তলব করেছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে জানতেন যে, হুযূর (আ.) সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই বলবেন না।

হুযূর আনোয়ার (আই.) উক্ত গৃহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। এই গৃহটি এককালে ডেপুটি শঙ্কর দাসের হাভেলি হিসেবে পরিচিত ছিল। সেই ব্যক্তিটি ছিল অত্যন্ত ধর্মান্ধ এবং আহ্‌মদীয়া জামাতের ঘোরতর বিরোধী। তার সেই সুউচ্চ বাড়িটির কারণে হুযূর (আ.)-এর পবিত্র গৃহের অভ্যন্তরীণ গোপনীয়তা বা পর্দা ক্ষুণ্ণ হতো। শুধু তাই নয়, উক্ত ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়তে আসা মুসল্লিদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। ব্যথিত মুসল্লিরা যখন হুযূর (আ.)-এর কাছে তার এই দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করতেন, তখন তিনি (আ.) বলতেন, ধৈর্য ধারণ করো! শাহী ক্যাম্পের (অর্থাৎ খোদায়ী শিবিরের) সামনে কেউ কখনো টিকে থাকতে পারে না। কালক্রমে খোদায়ী কুদরত বা শক্তির এমনই প্রকাশ ঘটল যে, ডেপুটির সেই হাসিখুশি ও জাঁকজমকপূর্ণ সংসার ক্রমে বিলীন হতে শুরু করল। সে নিজেও অসুস্থ হয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে সেখান থেকে চিরতরে প্রস্থান করতে বাধ্য হলো। পরবর্তী সময়ে এই গৃহটি হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি (রা.) ক্রয় করেন। ১৯৩২ সালে এই ভবনেই সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার কার্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার শুভ উদ্বোধন করেন সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)। এটিই মহান রবের অপার মহিমা যে, যে ব্যক্তি একদা অত্যন্ত অহংকারের সাথে মসজিদে যাতায়াতকারীদের পথ আগলে রাখত, আজ খোদায়ী তকদীরের ফয়সালায় তার সেই গৃহ এবং সংলগ্ন সমগ্র এলাকাটিই মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে সেই গৃহটি পবিত্র 'মসজিদ আকসা'র এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

হযরত শেখ নূর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) এই বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, আমার পিতা ও বড় চাচা বর্ণনা করতেন যে, আমাদের গ্রামটি মির্যা সাহেবের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল হুযূর (আ.) তাঁর পিতার প্রতিনিধি (মোক্তার) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং সেই সুবাদে আমাদের সাথেও বেশ কয়েকবার আদালতের শুনানিতে গিয়েছিলেন। হুযূর (আ.) সর্বদা সত্যের দিকটিই অবলম্বন করতেন, তাতে মামলার যতটুকু ক্ষতিই হোক না কেন।

হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.)-এর বয়স যখন পঁচিশ-ত্রিশের কোঠায়, তখন তাঁর পিতার সাথে প্রজাদের গাছ কাটা নিয়ে একটি বিবাদ সৃষ্টি হয়। তাঁর পিতার যুক্তি ছিল, জমি আমাদের হওয়ায় গাছও আমাদের মালিকানাধীন। হুযূর (আ.) মামলার তদারকির জন্য গুরদাসপুর গমন করেন এবং তাঁর সাথে দুজন সাক্ষীও ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি (আ.) সাক্ষীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আব্বাজান কেবল জেদ করছেন; গাছ তো ফসলের মতোই। এই মানুষগুলো অত্যন্ত দরিদ্র, তারা যদি কিছু গাছ কেটেই ফেলে তবে তাতে ক্ষতি কী? আমি আদালতে এ কথা বলতে পারব না যে, এগুলো নিরঙ্কুশভাবে কেবল আমাদেরই; বড়জোর এতে আমাদের একটি অংশ থাকতে পারে। প্রজাদেরও হুযূর (আ.)-এর ওপর অগাধ আস্থা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন তারা নিঃসঙ্কোচে বলে, মির্যা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। হুজুর (আ.) জিজ্ঞাসিত হয়ে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন, আমার নিকট গাছ ফসলের ন্যায়; শস্যে আমাদের যেমন অংশ থাকে, গাছগুলোতেও তেমনই আমাদের অংশ রয়েছে। হুযূর (আ.)-এর এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট প্রজাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবন থেকে সত্যনিষ্ঠার এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। তিনি সর্বদা সত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মিথ্যার ছায়াও স্পর্শ করেননি। তিনি তাঁর অনুসারীদেরও সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এমনকি বায়আতের শর্তাবলীতেও এটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, আমরা মিথ্যাকে ঘৃণা করব এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকব। সুতরাং, সত্যবাদিতাকে আমাদের চরিত্রের বিশেষ অলঙ্কার বা ভূষণে পরিণত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

1'st May 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in